দলিলে ভরা কুরআন
ও হাদিসে নাবুবী

হাজরাত আমীর মোয়াবিয়া সাহাবী

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

লেখক
আল্লামা মুফতী
মোঃ নূরুল আরেফিন
রেজবী আজহারী

প্রকাশনায় :
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
Mob : 9734373658, 9143078543

দলিলে ভরা কোরান ও হাদিসে নবুবী
হযরত আমীরে মোয়াবীয়া সাহাবী
(রাদিয়াল্লাহু আনহু)

লেখক ঃ

আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ নূরুল
আরেফিন রেজবী আজহারী
মোবাইল ঃ ৯৭৩২০৩০০৩১

প্রকাশনায়ঃ-

রেজবী অ্যাকাডেমী

রেজবীনগর, খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ)
মোবাইল -9734373658

----------পরিবেশনায় :- ----------

K. C. K.প্রকাশনী

স্টার মার্কেট, কালিয়াচক, মালদাহ
মোবাইল - 9733288906

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

পুস্তকের নাম ঃ

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া সাহাবী
(রাদিয়াল্লাহু আনহু)

লেখক ঃ

মোহাম্মদ নূরুল আরেফিন রেজবী

গ্রাম- দুবরাজহাট, পোঃ-চণ্ডীপুর বেড়ুগ্রাম,

জেলা-বর্ধমান, পিন নং ৭১৩১৪২

প্রকাশ সংখ্যা ঃ ১১০০ কপি

১ম প্রকাশ ঃ ১১ই জুন,২০১২

২য় প্রকাশ ঃ ১১ই নভেম্বর,২০১৪

হাদিয়া ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

টাইপ সেটিং :- রেজবী কম্পিউটার প্রেস্ এণ্ড জেরক্স সেন্টার, ৯১৫৩৭২৩৭৫৫

আমতলা(কলেজ রোড), নওদা ,মুর্শিদাবাদ।

সহযোগিতায়:- রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট(গভঃরেজিঃ)

+919093399730

গ্রন্থকার পরিচিতি

মুফতী মোহাম্মাদ নুরুল আরেফিন রেজবী ১৯৮২ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান জেলার খণ্ডোঘোষ থানার অন্তর্গত দুবরাজ হাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী নুরুল ইসলাম।

ছাত্র জীবনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি মেধাবৃত্তিসহ ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর থেকে শুরু হয় দ্বিমুখী পড়াশোনা। একদিকে যেমন বি. এ. ও মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন অপরদিকে নিজামীয়া মাদ্রাসা হতে ক্বারী ও মৌলানা কোর্স সম্পন্ন করেন। এর সাথে সাথেও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে আলেম ও ফাজেল পাস করেন। ২০০৬ সালে ইতিহাসে এম. এ. সম্পর্ণ করার পর আরবি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য কেরালার 'সাকাফাতিস সুন্নিয়া' নামক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন, ২০০৭ সালে পাস করার পর কেরালার অন্তর্গত অপর একটি প্রতিষ্ঠান 'সাদিয়া ইসলামীয়া' হতে আরবি সাহিত্যের উপর গবেষণার কোর্স সমাপ্ত করেন। অতঃপর আরবি শাস্ত্রে (হাদিস, ফেকাহ) গবেষণার জন্য বিশ্বের বৃহৎ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় 'আল আযহার'-এ ভর্তি হন। দুই বছর মিশরে 'আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিষয়ে গবেষণার সাথে সাথে কায়রো ইউনিভারসিটি থেকে 'আরবি টিচার্স ট্রেনিং' এবং আমেরিকা ইউনিভারসিটি থেকে 'ইংরাজি ট্রেনিং' কোর্স সম্পূর্ণ করেন। ২০১০ সালে সকল প্রকার কোর্স সমাপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন।

তাঁর কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ ও পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা প্রবন্ধগুলি হল ঃ -

১। উরস উদ্‌যাপন কতটা শরীয়ত সম্মত

২। প্রচারণা ধুম্রজালে ইতিহাসের পাতা থেকে অদৃশ্য ভারত তথা এশিয়ার মহা পণ্ডিত।

৩। সাহাবাদের দৃষ্টিতে রাসুল প্রেমই ঈমানের মূল ভিত্তি।

৪। হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযীলত

৫। হতরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্রুপকারীদের জন্য জন্য শরীয়তের হুকুম।

৬। 'শরীয়তের দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা' সম্পর্কিত সঠিক বিশ্লেষণ।

৭। আহলে বায়েতদের সাথে মোহাব্বাত ঈমানের অংশ।

৮। জানাযার পর দোয়া প্রসঙ্গে সঠিক বিশ্লেষণ।

পুস্তকগুলির মধ্যে ঃ

১। ইলমে গায়েব বা অদৃশ্যজ্ঞান প্রসঙ্গ

২। তবলীগী জামায়াত প্রসঙ্গ

৩। খাতিমূল মুহাক্কিকিন ইমাম আহমাদ রেজা

৪। জানে ঈমান-এর বাংলা অনুবাদ

৫। হজরত আমীরে মোয়াবিয়া সাহাবী

আল্লাহপাক যেন তাঁর হাবিবের ওসীলায় নুরুল আরেফিন সাহেবকে আরও বেশি বেশি দ্বীনি খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আমীন

বে জাহে সাইয়েদিল মুরসালীন

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	অবতরণিকা	৭
২।	সংক্ষিপ্ত জীবনী	৯
৩।	পিতা-মাতার পরিচয়	৯
৪।	শৈশবকাল	৯
৫।	ইসলাম গ্রহণ	১০
৬।	বিশিষ্ট সাহাবী	১০
৭।	ইলম ও প্রজ্ঞা	১১
৮।	কাতিবে ওহী	১২
৯।	সমস্ত মোমিন গণের মামা	১৩
১০।	খলিফা পদে অধিষ্ঠিত	১৩
১১।	ইসলামের ষষ্ঠ খলিফা	১৪
১২।	হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফজীলত	১৬
১৩।	কোরানের আলোকে ফজীলত	১৬
১৪।	হাদিসে বর্ণিত ফজীলত	২০
১৫।	সাহাবী ও তাবেয়ীন রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের দৃষ্টিতে	২৭
১৬।	রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেম	২৯
১৭।	বহু হাদিসের রাবী বা বর্ণনাকারী	২৯
১৮।	ফক্বীহুল উম্মত হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু	৩০

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

১৯। হুযুর পাকের খলীফা হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩০
২০। ইনসাফকারী খলীফা হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩১
২১। হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ফাতওয়া ৩২
২২। তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্যকারীদের জন্য শরীয়তের বিধান ৩২
২৩। হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দোষারোপ করা কি সঠিক? ৩৫
২৪। ইয়াযিদের পাপাচারের জন্য হযরত মোয়াবিয়াকে কি দায়ী করা চলবে? ৩৬
২৫। হযরত মোয়াবিয়া সম্পর্কে কটু কথা বলা শরীয়তের দৃষ্টিতে কীরূপ অপরাধ ৩৭
২৬। প্রশংসামূলক কবিতা ৪১
২৭। আহলে বায়েতগনের প্রতি মোহাব্বাত ঈমানের অংশ ৪২
২৮। আওলাদে রসুল বা আহলে বায়েত গনের ফযীলত হাদিসের আলোকে ৪২
২৯। আহলে বায়েত দের প্রতি আলা হযরত ঈমাম আহমদ রযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রেম ৪৩
২৭। সহযোগী গ্রন্থ ও দলীলসমূহ। ৪৫

অবতরণিকা

আমীরুল মুমিনীন হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী। আল্লাহ পাক ও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সীমাহীন মর্যাদা ও ফযীলত, যা বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়। তাঁর ন্যায় ইসলাম ধর্ম ও রাসুলুল্লাহ-এর প্রতি প্রবল অনুরাগ এবং মহান আল্লাহকে উপলব্ধি করার জন্য সকল প্রকার মোজাহেদা খুব স্বল্প পরিমাণ সাহাবাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তি ও অভ্রান্ত মতবাদের নিকট সকল চিন্তাধারা ম্লান হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন সেই সকল স্বল্প পরিমাণ সাহাদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের খিদমত থেকে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ ওহী লিপিবদ্ধ করার গুরুদায়িত্ব পালন করে শ্রেষ্ঠ নবীর পবিত্র দোয়া লাভ করেছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায় কঠোর আদর্শবাদী খলিফার মুখেও যিনি যোগ্য নেতৃত্ব ও শাসন দক্ষতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনের অধিকাংশ সময় যিনি রোমানদের বিরুদ্ধে জেহাদের ময়দানে অতিবাহিত করেছিলেন। সাইপ্রাস, রোডেসিয়া ও সুদানের মত গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিকে পদানত করেছিলেন। বহু বছরের বিভেদ রক্তপাতের পর গোটা ইসলামী উম্মাহকে পুনরায় একই পতাকাতলে যিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জেহাদের মত মরনোপ্রায় ফরয যিনি পুনরায় জীবিত করেছিলেন, স্বীয় শাসনকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলায়

অপূর্ব সাহসিকতা, অপরিসীম জ্ঞান-প্রজ্ঞা অনুকরনীয় ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং শাসন দক্ষতা ও কর্মনৈপুণ্যতার বিরল ইতিহাস যিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর পূর্ণ পরিচয় আজ প্রতারকদের প্ররোচনার আস্তরণে চাপা পড়ে যাচ্ছে। এই ক্ষুদ্র লেখনীর মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে এই মহান সাহাবীর উজ্জ্বল জীবনাদর্শের কিছু দিক কোরান ও হাদিসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী সহ সকল মানব সম্প্রদায়কে এই মহামানব সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুগভীর শ্রদ্ধায় আবিভূত করবে বলে আমরা আশাবাদী।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site
+919093399730

হযরত আমীর মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ -

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইলম ও আমলের উজ্জ্বল নিদর্শন, ইনসাফ ও বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার আলোকবির্তকা।

আরবের অভিজাততম উচ্চগোত্র কোরাইশের বনু উমাইয়া শাখায় (২১ হিঃ) তার জন্ম হয়।

পিতা-মাতার পরিচয় ঃ -

হযরত মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান সখর বিন হারব বিন উমাইয়াতুল আকবর বিন আব্দুস শামস বিন আবদউ মুনাফ বিন কুসা বিন কেলাব বিন মার বিন কা-আব লুইবি বিন গালিব বিন ফহের বিন মালেক বিন আন নযর বিন কেনানা বিন খোযাইমা বিন মাদরাকা বিন ইলিয়াস বিন মাদার বিন নাযার বিন যা'আদ বিন আতনান।

মাতার দিক থেকে হেন্দা বিনতে ওতবা বিন রাবেয়া বিন আব্দুস শামস বিন আব্দু-মুন্নাফ। মাতা হেন্দা ছিলেন একজন প্রভাবশীলা মহিলা সাহাবী।

হযরত মোয়াবিয়ার ভাই হযরত ইয়াযিদ বিন আবি সুফিয়ান ছিলেন সার্বজন মান্য বিজয়ের নেতা।

শৈশব কাল ঃ-

পিতা হযরত সুফিয়ান এবং মাতা হযরত হেন্দা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কৈশোর থেকেই তাঁর তবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেন। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে দুর্জয় সাহস, সর্বজয়ী মনোবল ও চরিত্রকে আভিজাত্যের চিহ্ন প্রভাতের সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ইসলাম গ্রহণ ঃ-

হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মত হল তিনি মক্কা বিজয়ের দিবসে ইসলামের ঘোষণা করেছিলেন যদিও তিনি অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইমাম নবাবী শারহুল মুসলিম ৪ খণ্ড ২৩১ পৃঃ, ইবনুল কাউয়ুম 'মাদুল মা' আদ' ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃঃ, উল্লেখ করেছেন যে অবশ্যই হযরত মোয়াবিয়া বিজয় দিবসে ইসলাম ঘোষণা করেছিলেন।

তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে আল ইসাবাহ, উসদুল গাবা, আলবিদায়া প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তিনি হোদায়বিয়া সন্ধির পরপরই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং জনসম্মুখে মক্কা বিজয়ের দিন ২৩ বছর বয়সে প্রকাশ করেছিলেন।

বিশিষ্ট সাহাবী ঃ-

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে একজন বিশিষ্ট সাহাবী, যাকে উলুল আযম বা (জলীলুল ক্বদর) সম্মানিত সাহাবী বলা হয়।

বোখারী শরিফে বর্ণিত আছে যে,

دَعُهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ - "হযরত মোয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহুল আনহু) কে তাঁর নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও, কারণ তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের খাস সহচর্যে (সাহাবী) ছিলেন।" (বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড, ৫৩৯ পৃঃ)

+919093399730

আমীরুল মু'মিনীন হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু একজন বিশিষ্ট সাহাবীই নন, বরং আল্লাহ পাক ও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁকে দেওয়া হয়েছে সীমাহীন মর্যাদা ও ফযীলত, যা বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়।

এই বিশিষ্ট সাহাবা সম্পর্কে সেহায়ে সিত্তাহ (বোখারী, মুসলিম, তিরমীযি, আবুদাউদ ইত্যাদি) গ্রন্থের প্রতিটিতে, তাঁর সাহাবী হওয়া সম্পর্কে ও তাঁর মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনা করে বিশেষ অধ্যায় রচনা করা হয়েছে।

ইলম ও প্রজ্ঞা ঃ-

দ্বীনি ও শরীয়তী জ্ঞানের সাথে সাথেও তিনি আরও বহু বিদ্যায় পারদর্শী হন। তিনি ছিলেন খুবই খ্যাতি সম্পন্ন খাতীব ও বাগ্মী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ আজও আরবি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ রূপে গচ্ছিত রয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাজার ও আল্লামা ইবনে হাযাম মন্তব্য করেন, তিনি সেই বিশিষ্ট সাহাবাদের অন্যতম, যাঁরা পূর্ণযোগ্যতার সাথে শরীয়তের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ে অকাট্য ফাতওয়া প্রদান করতেন।

এ সকল বিষয় ছাড়াও হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের একশত তেষট্টিটি হাদিসের তিনি বর্ণনাকারী। তিনি যে সকল সাহাবাদের হতে হাদিস বর্ণনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বীয় বোন উম্মুল মোমিনিন হযরত উম্মেহাবিবা, হযরত আবুবকর এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম হলেন অন্যতম।

কাতিবে ওহী বা ওহী লিপিবদ্ধকারী ঃ-

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সার্বক্ষণিক সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জীবরাইলের মাধ্যমে যে ওহী রসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হতো তা হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

মুসলিম শরীফের 'বাবু মিন ফাদ্বায়িলে আবি সুফিয়ান' নামক অধ্যায়ে উল্লেখিত হযরত ইবনু আব্বাস বর্ণনা করেন 'মুসলমানরা হযরত আবু সুফিয়ানের দিকে দৃষ্টিপাত করত না এবং বসত না যার ফলে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন হে রাসুল! তিনটি ক্ষেত্র আমায় প্রদান করুন – তন্মধ্যে একটি হল মোয়াবিয়াকে আপনার নিকট ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য স্থান দিন, প্রত্যুত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্মতি দিলেন এবং তাঁকে কাতিবে ওহী নিযুক্ত করলেন। (মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড ৩০৪ পৃঃ)

সহীহ মুসলিম এর এই হাদিসটির দ্বারা পরিষ্কার যে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত মোয়াবিয়াকে প্রথম থেকে ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য গ্রহণ করেন।

যাহাবী তাঁর গ্রন্থ 'সির আলামি নবলা' এর তৃতীয় খণ্ড, ১২০ পৃঃ, ইবনে হাযার 'ইসাবাহ' ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৭ পৃঃ মাদাইনি হতে বর্ণিত হয়েছে 'যায়েদ বিন সাবেত এবং হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম উভয়েই হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহী লিপিবদ্ধ করতেন।

+919093399730

এছাড়াও হুযুরের সহিত অন্যান্য আরবগোত্রের মধ্যে যে সকল চুক্তি হতো সে সকল এই সাহাবাদ্বয় লিপিবদ্ধ করতেন।

বেদায়া ও নেহায়া ১১ খণ্ড, ৪০৩ পৃঃ এবং বাজ্জার তাঁর গ্রন্থের ৩য় খণ্ড, ২৬৭ পৃঃ বর্ণনা করেছেন "অবশ্যই মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আনহু হুযুরের সন্নিকটে ওহী লিপিবদ্ধ করতেন।

সমস্ত মোমিনগণের মামা ঃ-

হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফজীলত হল তিনি হলেন মোমিনের মামা, কারণ তিনি ছিলেন উম্মুল মোমিনিন হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভ্রাতা।

খেলালুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড, ৪৩৩ পৃঃ সহীহ সনদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যে তিনি হলেন সকল মোমিনের মামা।

এই গ্রন্থে এবং 'আলকাণী' ৪র্থ খণ্ড ১৪৪৫ পৃঃ উল্লেখ রয়েছে হযরত আহমদ বিন হাবলকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ - হুযুর কি বলেন নি যে, কিয়ামতের দিবসে সকল সমাজ ছিন্ন হয়ে যাবে একমাত্র আমার সম্পর্ক থাকবে? তিনি বলেন হ্যাঁ, হুযুর বলেছেন, পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল এই মোয়াবিয়া কি আপনার সম্পর্কে সম্পর্কিত? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম বলেন হ্যাঁ, সে আমার সম্পর্কে সম্পর্কিত।

খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ঃ-

হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরী ৪১ সনে স্বর্বসম্মতরূপে খলিফা নির্বাচিত হয়ে ওফাত এর পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্বের সকল খলিফাদের নজরে হযরত মুয়াবিয়া

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজনৈতিক প্রজ্ঞাশীল এবং মজবুত গভর্ণর ছিলেন, সেই জন্যই খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত মোয়াবিয়া দ্রুত পদোন্নতি হয়ে ছিল। হিজরী ১৪ সনে সর্ব প্রথম ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কায়সারিয়া অভিযানের সর্বাধিনায়ক মনোনীত করেন। অতঃপর ১৭ সনে তিনি তাঁকে উর্দ্দুনের গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং ১৮ সনে দামেস্কের গভর্ণর করেন।

কামেল পুস্তকের ৩ - ৫৮ পৃঃ মধ্যে সংকলিত হয়েছে "মোয়াবিয়ার শাসনে উর্দ্দুন এবং দামেস্ক একত্রিত হয়ে গিয়েছিল।

ইসলামের ষষ্ঠ খলিফা ঃ-

তিনি ছিলেন ইসলামের ষষ্ঠ খলিফা, খলিফাতুল মুসলিমিন, আমিরুল মু'মিনীন। তিনি নিজ অধিকৃত এলাকায় 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওওয়াহ' অর্থাৎ 'নবুওতের আদর্শে খিলাফৎ' পরিচালনা করেছিলেন। মূলতঃ তাঁর খিলাফত পূর্ববর্তী খলীফাগণেরই অনুরূপ ছিল এবং তাঁর খলীফা হওয়ার বিষয়টিও ছিল স্বয়ং আল্লাহ পাক-এর হাবিব হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণীর ফসল।

হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বর্ণনা করেন, আমি একদা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামের খিদমতে ছিলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে মোয়াবিয়া! কখনও যদি তোমার হাতে লোকেদের কতৃত্বভার আসে তখন তাদের প্রতি ইনসাফ করো।" হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি তখনই নিশ্চিত হলাম যে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উক্ত কথা বাস্তবায়িত হবেই।"

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আর সত্যিই তিনি প্রথমে দুই খলীফা হযরত ওমর ফারুক ও হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খিলাফতকালে আমীরে শোবা বা প্রাদেশিক গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত হন। অতঃপর চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের প্রায় ছয়মাস পর তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফত পরিচালনা করেন। অতঃপর তিনি ষষ্ঠ খলিফা হিসাবে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই শর্তে খিলাফত দেন যে, "আপনার পর আমি অথবা আমার ভাই হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থাৎ দু'জনের একজন হায়াতে থাকলে আমাদেরকে খিলাফত ফিরিয়ে দিতে হবে।"

অতঃপর ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শাহাদাতের সময় তিনি তাঁর ছোট ভাই হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নসীহত করেন যে, "দেখো, খিলাফতের জন্যই আমাদের পিতা শহীদ হয়েছেন, আমিও শহীদ হচ্ছি সুতরাং তুমি আর খেলাফতের দায়িত্ব নিও না। তুমি দ্বীনি তা'লিম বা খেদমত কার্যে নিয়োজিত থেকো। হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে ভাল মনে করবেন তাকে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে যাবেন।"

হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রদত্ত শর্ত মোতাবিক হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা মনোনিত হয়ে সঠিকভাবে খেলাফত পরিচালনা করেন এবং পরবর্তীতে খিলাফত পরিচালনার যোগ্য হিসাবে তাঁর ছেলেকে মনোনীত করেন। এটা সত্য যে, খলিফা নিযুক্ত হওয়ার সময় হয়তো ইয়াযিদ যোগ্য থাকলেও পরবর্তীতে মুনাফিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ফাসিক, ফাজের ও গোমরাহ হয়ে যায়।

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফজীলত ঃ-

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরম প্রিয় পাত্র। ইসলামী মুষ্টিমেয় উম্মাহর মুখোশহীন ও মুখোশধারী শত্রুদের প্ররোচনার ধুম্রজালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে ধন্য এ মহান সাহাবীর জান্নাতী চরিত্র আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে আজ হারিয়ে যেতে চলেছে এবং তাঁর পূণ্য পরিচয় আজ চাপা পড়ে যাচ্ছে প্ররোচনার পুরু আস্তরণের নীচে।

কোরানের আলোকে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফজীলত ঃ-

১। সুরা তাওবা, ২৬ নম্বর আয়াত ঃ - আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ

جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ ঃ - অতঃপর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন - আপন রাসুলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং কাফিরদের শাস্তি দিয়েছেন। আর অস্বীকারকারীদের শাস্তি এটাই। (কানজুল ঈমান)

(Then Allah did send down his sakinab (tranquility) on His Messenger, and on the believers, and sent down forces (angels) which you saw not, and punished the disbelievers,

Such is the recompense of disbelievers). (Ibn - Kathir)

ব্যাখ্যা ঃ - তফসিরে ইবনে কাসীর প্রভৃতি তফসির গ্রন্থে এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই আয়াতটি 'গজওয়া হুনাইন' এর অংশগ্রহণকারী হযরত মোয়াবিয়াসহ সকল সাহাবাদের শানে নাযিল হয়েছে।

হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ওই সকল মুমিনিনদের মধ্যে যাদের উপর আল্লার প্রশান্তি বর্ষিত হয়েছে এবং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহচর্য লাভ করেছেন। (মজমাউল ফাতওয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৪৫৮ পৃঃ)

২। সুরা হাদ্দিদ, ১০ নম্বর আয়াত

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ط

اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থ ঃ - তোমাদের মধ্যে সমান নয় ওই সকল ব্যক্তিগণ (সাহাবাগণ) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জেহাদ করেছেন, তাঁরা মর্যাদায় ওই সকল ব্যক্তিগণের (সাহাবা) চেয়ে উত্তম, যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় ও জেহাদ করেছেন এবং এদের সকলের সহিত আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। (কানযুল ঈমান)

(Not equal among you are those who spent and tought before the conquering. Such are higher in degree than those who spent and fought after wards. But to all Allah has promised the best.)

+919093399730

ব্যাখ্যা ঃ -সাফওয়াতু তাফসির ২৭ খণ্ড, কেতাবু আসবাবে নুযুল গ্রন্থে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এই আয়াতটি আনহুম সহ ওই সকল সাহাবাদের শানে, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে ইসলামের পথে ব্যয় ও জেহাদ করেছেন, এবং এদের সকলের সহিত আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

(উল্লেখ্য ঃ - হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুনাইনের যুদ্ধে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত অংশগ্রহণ করেছিলেন।)

৩। সুরা তাওবা, ১১৭ নং আয়াত ঃ -

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ

الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

অর্থঃ -নিশ্চয়, আল্লাহর রহমতসমূহ ধাবিত হলো অদৃশ্যের সংবাদদাতা এবং মুহাজিরগণ ও আনসারের প্রতি, যাঁরা সংকটকালে তাঁর সাথে ছিলেন ....।

[Allah has forgiven the Prophet, the Muhajirin and the Ansar who followed him in the time of distress (tabuk expedition)] (Ibn - Kathir)

শানে নুযুল ঃ - এই আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে বোখারী শরীফ ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বলা হয়েছে তাবুকের যুদ্ধের সময় এই আয়াত নাযিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ - হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন ওই মহান সাহাবী যিনি তাবুকের যুদ্ধের সংকটকালে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে হাজির ছিলেন এবং যার দিকে আল্লাহ পাকের অশেষ

+919093399730

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

রহমত ধাবিত হয়েছে।

৪। সুরা তাহরিম, ৪ নং আয়াত

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ

يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ

অর্থ ঃ - যে দিন আল্লাহ নিরাশ করবেন না নবী ও তাঁর সহচর্য ঈমানদারদের এবং তাদের আলো দৌড়াতে থাকবে তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডানদিকে। (কানযুল ঈমান)

(The day that Allah will not disgrace the Prophet and those who believe with him. Their ligh will run forward before them and in their right hands.) (Ibn - Kathir)

শানে নুযুল ঃ - ইমাম আজরা 'শরীয়া' নামক কেতাবের ৫ম খণ্ড, ২৪৩২ পষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন – হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রসঙ্গে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে নিরাশ করবেন না এবং তাকে নিজ আওতায় রেখেছেন। (মজমাউল ফাতওয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৪৫৮ পৃঃ)

৫। সুরা নমল, আয়াত নং ৫৯

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

অর্থ ঃ - আপনি বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর। (কানযুল ঈমান)

(Say, "Praise and thanks be to Allah, and peace be on

+919093399730

His servants whom He has chosen! is Allah better. (Ibn - Kathir)

ব্যাখ্যা ঃ - তফসিরে ইবনে কাসির, 'লো' আমেউল আনওয়ান, ২য় খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ ও মানহাযুস সুন্নাহ প্রভৃতি তফসির গ্রন্থে উক্ত আয়াতের তফসীরে ব্যক্ত হয়েছে যে, এটি হযরত আমীরে মোয়াবিয়াসহ সকল সাহাবাদের শানে নাযিল হয়েছে। যাদের প্রশংসা কোরানে ব্যক্ত হয়েছে।

৬। সুরা আনফাল, ৬৪ নং আয়াত

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ ঃ - হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) ঃ আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ঠ এবং এ যত সংখ্যক মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছেন তাদের জন্যও। (কানযুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ - উক্ত আয়াত শরীফের মধ্যে আল্লাহপাক সকল মোমিনীনদের প্রশংসা করেছেন, যারা হুযুর পাককে অনুসরণ করেছেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন তা'মধ্যে একজন।

হাদিসে বর্ণিত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফজিলত সমূহ ঃ-

আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফজিলত প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব। তাঁর অসংখ্য ফজিলতের মধ্যে একটি ফজিলত হলো – তিনি পৃথিবীতে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, যদিও তিনি আশরায়ে মুবাশ্শারার অন্তর্ভুক্ত নন।

+919093399730

১। বোখারী শরীফ, ২য় খণ্ড হাদিস নং ২৯২৪

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم - اَوَّلُ جَيْشٍ

مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ اَوْ جَبُوا

অর্থ ঃ - "আমার উম্মতের প্রথম যে দল সমুদ্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তাদের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব।" (বোখারী শরীফ, বাবু মা কিলা ফি ক্বেতালেরুম)

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহ আলায় বলেন, "হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ২৮ হিঃ সর্ব প্রথম সমুদ্র যুদ্ধের মাধ্যমে কাবরাসের উপর আক্রমণ করেন এবং কাবরাস তিনিই বিজয় করেন। (তাবারী, তয় খণ্ড ৩১৫ পৃঃ)

ফতহুল বারীতে বলা হয়েছে – হযরত আমীরে মোয়াবিয়া হলেন সেই সাহাবী যিনি প্রথম সমুদ্র অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। (ফতহুল বারী, ১১ খণ্ড, ৭৫ - ৭৬ পৃঃ)

আজরা তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, 'সর্বপ্রথম হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহুর যমানায় সমুদ্রযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।" (আশ শরীয়া, ৫ম অধ্যায়, ২৪৪১ পৃঃ)

আল্লামা খালদুন লিখেছেন ঃ "হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন সেই প্রথম খলিফা, যিনি ইসলামী ফৌজের জন্য নৌবহর তৈরী করে নৌ যুদ্ধের গোড়াপত্তন করেন।" (মোকাদ্দমা ইবনে খালদুন, ৪৫৩ পৃঃ)

অতএব, এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হযরত মোয়াবিয়া

রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

২। বোখারী ও মুসলিম শরীফে (মোতাফেক আলায়) বর্ণিত হয়েছে

اَوَّلُ جَيْشٍ يَغْزُونَ مَدِنَةَ قَيْصَرَ الْقَسْطَنْطِيْنِيَّه مَغْفُوْرٌ لَهُمْ

অর্থ ঃ "আমার উম্মতের প্রথম যে বাহিনী কনষ্টান্টিনোপলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তাঁরা ক্ষমা প্রাপ্ত।"

৪৯ হিঃ হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম সুফিয়ান বিন আওয়াফের পরিচালনায় কনষ্টান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে বহু বিশিষ্ট সাহাবা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বর্ণিত হাদিসটি সাবস্ত্য করে যে, হুযুর পাক হযরত আমীরে মোয়াবিয়াকে তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার সুখবর দিয়েছেন অর্থাৎ সে জান্নাতি। (আল বেদায়া, ৪ র্থ খণ্ড, ১২৮ পৃঃ)

৩। তিরমীযি শরীফে 'মানাকিবে মোয়াবিয়া' নামক অধ্যায়ে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দো'য়া করেছিলেন। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَّهْدِياً وَ اهْدِ بِهٖ

"O Allah! make him a guide, guided (to the right path), and guide (others) through him."

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! মোয়াবিয়াকে হেদায়াত প্রাপ্ত ও হেদায়াতদানকারী বানিয়ে দাও এবং তার দ্বারা হেদায়াত সম্প্রসারিত কর। (তিরমীযি, ২য় খণ্ড ২২৪ পৃঃ, মুসনাদে আহমদ ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৫ পৃঃ, তাবরানী ফিল কাবির ২য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ, ইবনে আবি শাইবা ১২শ খণ্ড, ১৫৩ পৃঃ, ইবনে সাদ ১ম

খণ্ড, ৭৮ পৃঃ, তারিখ ৫ম খণ্ড, ৩২৭ পৃঃ, হালিয়া ৮ম খণ্ড ৩৫৮ পৃঃ, তাহাবী মুশক্কিল ৩য় খণ্ড, ১৯৪ পৃঃ, তারিখ লিল খাতিব ১ম খণ্ড, ২০৭ পৃঃ, কাশফুল যাফা ১ম খণ্ড, ২৬০ পৃঃ, দোফ্য়া আক্বলি ১ম খণ্ড ২৭৪ পৃঃ, এলাল ১ম খণ্ড ২৭৪ পৃঃ, আল বেদায়া ও নেহায়া ৮ম খণ্ড ১২২ পৃঃ, ওসদুল গাবা ২০২ পৃঃ)

বিশ্লেষণ ঃ - উক্ত হাদিসটির সনদ প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী তাঁর আত তারিখুল কাবীর ৫ম খণ্ড ২৪০ পৃঃ, মুসনাদে শামিঈন ১ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ এবং আল আহাদু ওয়াল মাসানি ২য় খণ্ড ৩৫৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, এটি সহীহ সনদ(correct chain)। *

উক্ত হাসিদের সনদ হল এরূপ ঃ - আব্দুলা যিনি মরওয়ান হতে, মারওয়ান তিনি সাঈদ হতে, সাঈদ যিনি রাবেয়া হতে এবং রাবেয়া তিনি আব্দুর রহমান হতে, যিনি সরাসরি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন।

৪। সেহাহ-সিত্তার হাদিস 'তিরমীযি' শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে

فَقَالَ عُمَيْرٌ لَا تَذْكُرْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ بِهٖ

খলীফা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ওমায়ের ইবনে সায়াদকে

---

* *সহীহ সনদ (correct chain) ঃ - যে সকল সনদ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য তাকে সহীহ সনদ বলে। ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম এই সহীহ সনদ দ্বারা অধিকাংশ হাদিস বর্ণনা করেছেন।*

সিরিয়াস্থ এলাকা সমূহের গভর্ণর পদ হতে অপসারিত করে সেখানকার শাসন ভার মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অর্পণ করলেন, তখন লোকেদের মধ্যে এর সমালোচনা হল যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে অপসারিত করে তাঁর ক্ষমতা মোয়াবিয়াকে অর্পণ করেছেন। এই সমালোচনার উত্তরে খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা দিলেন, মোয়াবিয়ার সুনাম ভিন্ন বিরূপ সমালোচনা কেউ করবে না। আমি হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মোয়াবিয়া সম্পর্কে এই দোয়া করতে শুনেছি – আয় আল্লাহ! মোয়াবিয়ার দ্বারা হেদায়েত সম্প্রসারিত করে দাও। (তিরমীযি শরীফ) (বোখারী শরীফ তরজমা ৭ম খণ্ড, ৩৮২ পৃঃ)

৫। মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড, ৩০৪ পৃঃ

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفيَانَ قَالَ لِلنَّبِى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ثَلَاثُ اَعْطِنِيهِنَّ - قَالَ نَعَمْ - وَفِيه : مُعَاوِيةُ تَجْعَلُهُ كَاتِباً بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ : نَعَمْ

হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট তিনটি ব্যাপারে আবেদন করেন তন্মধ্যে একটি হল, "হে রসুল! মোয়াবিয়াকে আপনার খিদমতে ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য কবুল

করুন।" এবং যার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সায় দেন ও কবুল করেন।

৬। আবু দাউদ শরীফ ২য় খণ্ড, ইমাম আহমদ, তারিখুল কাবির ৫ম খণ্ড ২৪০ পৃঃ, তাবরানীর 'মুসনাদে সামিঈন' ১ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ উল্লেখ রয়েছে। اَللّٰهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ اَلْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ قِهِ الْعَذَابَ

অর্থ ঃ আরবায বিন সারিয়া বর্ণনা করেন, তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "হে আল্লাহ মোয়াবিয়াকে হিসাব ও কেতাব (কোরাণ) এর জ্ঞান দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে তাকে রক্ষা করুন।

"O, Allah! teach Muawiya the book and math, and protect him from punishment". (আল ইসবাহ, মাজমাউয যাওয়ায়িদ)

৭। 'বেদায়া' গ্রন্থের ৮-১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, একদা ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন "হে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম! মোয়াবিয়াকে সালাম জানাবেন, তাঁর মঙ্গলের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন। তিনি আল্লার কেতাব ও আল্লার ওহীর উপর আল্লার নিযুক্ত আমানতদার এবং উত্তম আমানতদার।

উক্ত পুস্তকে আর এক হাদিসে আছে খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন তখন লোকেদের মধ্যে সমালোচনা হল যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কম বয়সের একটি যুবককে শাসনকর্তা বানিয়েছেন। তদুত্তরে হযরত ওমর

রাদিয়াল্লাহু আনহু দৃপ্ত স্বরে বললেন, মোয়াবিয়াকে শাসনকর্তা নিয়োগ করায় তোমরা সমালোচনা করছ? আমি তার সম্পর্কে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে এরূপ দোয়া করতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! মোয়াবিয়াকে হেদায়াত প্রাপ্ত ও হেদায়াতদানকারী বানিয়ে দাও এবং তার দ্বারা হেদায়াত সম্প্রসারিত কর।" (বেদায়াহ ৮-১২২ পৃঃ)

৮। আল্লামা হাফিজ যাহবী 'তারিখুল ইসলাম' গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

একদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজ সাওয়ারী (বাহন) এর পিছনে বসিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন মোয়াবিয়া! "তোমার দেহের কোন অংশ আমার দেহের সাথে মিশে আছে?" তিনি আরয করলেন, "হে আল্লার রসুল আমার পেট ও বুক আপনার পবিত্র দেহের সাথে মিশে আছে।" তখন হুযুর পাক ইরশাদ করেন, "হে আল্লাহ! সেই অংশদ্বয়কে জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করে দাও।"

৯। ইমাম আহমদ, 'ফাদায়েলুস সাহাবা' ২য় খণ্ড ৯১৫ পষ্ঠা, তাবরানী মাজমাউল কাবীর ১৯ খণ্ড ৪৩৯ পৃষ্ঠায় একটি হাদিস হযরত মোয়াবিয়া প্রসঙ্গে সংকলন করেছেন যার অর্থ হল "হে আল্লাহ মোয়াবিয়াকে কেতাবের (কোরান) জ্ঞান দান কর, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।

সাহাবা, তাবেয়ীদের দৃষ্টিতে হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ-

১। সাহাবীয়ে রসুল হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও ধার্মিকতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন –

مَا رَأَيْتُ رَجُلاً كَانَ اَخْلَقُ لِلْمَلِكِ مِنْ مُعَاوِيَةَ

অর্থ ঃ শাসন ক্ষমতার জন্য মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে উপযুক্ত কেউই আমার নজরে পড়েনি। (মুসান্নাফ ইবনে আব্দির রাজ্জাক ২০৯৮৫ নং হাদিস, আল বিদায়া, আল ইসাবাহ ৩য় খণ্ড ৪১৩ পৃঃ)

২। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপস্থিতিতে একবার হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা শুরু হলে সকলকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বলেন – "যে কোরাইশী যুবক চরম ক্রোধের মুহূর্তেও হাসতে পারেন। যার হাত থেকে স্বেচ্ছায় না দিলে কিছু ছিনিয়ে আনা অসম্ভব এবং যার শিরস্ত্রাণ পেতে হলে পায়ে লুটিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। যার অর্থ হল সাহসিকতা, সহনশীলতা ও আত্ম সম্মানবোধে যে যুবক অতুলনীয় তোমরা তারই সমালোচনা করছো?" (আল ইসতিয়াব ৩য় খণ্ড, ৩৭৭ পৃঃ)

৩। হযরত আব্দুল্লা ইবনে মোবারক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, হযরত মোয়াবিয়া এবং উমর বিন আব্দুল আযীয উভয়ের মধ্যে কে উত্তম? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, 'খোদার কসম! নবী পাক সাল্লাল্লাহু

আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদ করতে গিয়ে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাকের ছিদ্রপথে যে ধুলোবালি প্রবেশ করেছে সেগুলোও ওমর বিন আব্দুল আযীযের তুলনায় হাজার গুণে উত্তম।

[Sheikh al-Islam Abed Allah Ibn al-Mubarak said, "Muawya among us is a test, who looks towards him in disregard we accuse him of misguide opinion in the Sahaba". When a person asked Ibn-al-Mubarak who is better, Muawya or Omar Bin Abed al-Aziz? He answered "The dust that entered Muawiya's nose when he accompanied the Prophet (Peace be upon Him) is better than Omar Bin Abdel al-Aziz!"] (বেদায়া ও নেহায়া ৪৫০/১১, তারিখে বাগদাদ)

৪। আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন – সু-প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লা ইবনুল মোবারককে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে তিনি বললেন – বাহ! এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি মন্তব্য করতে পারি; যিনি দোজাহানের সরদার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামাজ পড়েছেন এবং তাঁর 'সামি আল্লাহু লেমান হামেদা' এর জবাবে রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলেছেন।

৫। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন – "নামায পড়ার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যতটা সাদৃশ্য ছিল, ততটা আর কারো ক্ষেত্রে আমি দেখিনি। (মাজমাউয যাওয়াইদ ৯ম খণ্ড ৩৫৭ পৃঃ)

রাসুল প্রেম ও হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ-

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তাবারুক (বরকত পূর্ণ বস্তু) সমূহের মধ্যে চাদর, নোখ, জুব্বা, লুঙ্গী ও চুল শরীফ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অসীয়ত অনুযায়ী হুযুর পাকের ব্যবহৃত চাদর শরীফ, জুব্বা ও লুঙ্গী শরীফের দ্বারা কাফন পরিধান করানো হয়েছিল এবং নখ ও চুল মোবারকগুলি সেজদাকৃত অঙ্গে রাখা হয়েছিল।

হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বহু হাদিসের রাবী বা বর্ণনাকারী ঃ-

আমীরুল মুমিনীন হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সোহবাতে থেকে যেমনিভাবে খাস ফায়েজ ও বরকত হাসিল করেন, তেমনিভাবে হাদীস ভাণ্ডার হতে সংরক্ষণ করেন অসংখ্য মূল্যবান হাদিস শরীফ। উনি মোট ১৬৩ টি হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে চারটি হাদিস শরীফ (মোত্তাফেক আলায়) বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছে। আর চারটি শুধু বোখারী শরীফে ও পাঁচটি শুধু মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। বাকীগুলো অন্যান্য হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি হাদিসগ্রহণ করেছেন স্বয়ং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে ও হযরত আবুবকর সিদ্দিক, হযরত ওমর, স্বীয় বোন তথা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আলায়হিম আজমাঈনদের থেকে। তাঁর হতে হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হলে – হযরত আবুযার গাফারী, হযরত আবু সাঈদ, হযরত জবীর ও আরও অনেক সাহাবী

এবং সাঈদ বিন মোযাইব, আবু ইদ্রিস যেলানী ও অন্যান্য তাবেয়ী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)। (তাহযীবুল আসমা লিননব্বী, পৃষ্ঠা ১৩০)

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মুজতাহিদ ও ফক্বীহুল উম্মত ছিলেন ঃ-

আমীরুল মুমিনীন হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মোবারক সান্নিধ্যে থেকে তা'লীম ও তরবীয়াত হাসিল করেছিলেন, যার ফলে তাঁর মধ্যে ছিল শরীয়তের অগাধ ইলম। যার কারণে হযরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'ফক্বীহুল উম্মত' বলে মনে করতেন। যেমন বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেন "اَصَابَ اَنَّهُ فَقِيْهٌ" অর্থাৎ "হযরত মোয়াবিয়া যা বলেছেন, তা ঠিকই বলেছেন, কেননা উনি নিজে একজন ফক্বীহ।" (বোখারী শরীফ)

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন হুযুর পাকের একজন বিশিষ্ট খাদেম ঃ-

আমীরুল মুমিনীন হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু যে কেতাবতে ওহীর খেদমতেই নিয়োজিত ছিলেন তাই নয়, বরং সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালীন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের

বিশিষ্ট খাদেম হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে,

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِىْ مُعَادِيَةُ اَعَلِمْتَ اَنِّىْ قَصَّرْتِ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ عَنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ

অর্থঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেন যে, আপনার জানা আছে কি? যে আমি (হজ্বের সময়) মারওয়াহ্ নামক স্থানে কাঁচি দ্বারা সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর চুল মোবারক কেটে ছিলাম। (মুসলিম শরীফ)

এ কারণেই তো লাভ করেছিলেন 'শ্রেষ্ঠ নেয়ামত' হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খাস দোয়া – "আয় আল্লাহ পাক হযরত মোয়াবিয়াকে হাজী ও হেদায়াত প্রাপ্ত করুন এবং তাঁর দ্বারা লোকেদের হেদায়াত দান করুন।" (তিরমীযি শরীফ)

হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আদেল বা ইনসাফকারী খলিফা অর্থাৎ আমীরুল মুমিনীন ঃ-

হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা-মর্তবার মধ্যে অন্যতম মর্যাদা হলো – তিনি ছিলেন একজন আদেল বা ইনসাফকারী খলিফা অর্থাৎ আমীরুল মুমিনীন। তাঁর ন্যায় বিচার ও ইনসাফ সম্পর্কে কেতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবীওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন –

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا بَعْدَ عُثْمَانَ اَقْضَ بِحَقٍّ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْبَابُ

অর্থ ঃ আমার দৃষ্টিতে হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু - এর চেয়ে অধিক ন্যায় বিচারক কেউ নেই। (বেদায়া)

এক ব্যক্তি মায়ানী ইবনে ইমরানকে বললো – ন্যায় বিচারের দিক দিয়ে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে? একথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, "হযরত সাহাবা-ই-কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণের প্রতি কোন প্রকার কিয়াস করা যাবে না, হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তো হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবী, কাতেবে ওহী ও আল্লাহর হাবিবের 'আমীন'। (আমানতদার) (নাসীমুর রিয়ায)

হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি জরুরী ফাতওয়া ঃ-

ফাতওয়া নং ১ ঃ – হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যারা বিরুপ ধারণা পোষণ করে, গালি দেয়, তাদের জন্য শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর ঃ – হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বিরুপ ধারণা পোষণকারীদের জন্য সকল ওলামা সম্প্রদায় (আরব ও আজমসহ) যে মন্তব্য করেছেন তা হল ঃ – একজন মহান সম্মানিত সাহাবী সম্পর্কে এরূপ মত পোষণকারীরা অবশ্যই কাফের হবে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ওলামাদের

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

মন্তব্যকে তুলে ধরা হল ঃ –

১) ইবনে আসাকির 'তারিখে দামাস্ক' ও আজরা 'কেতাবুশ শরীয়া' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন –

قِيلَ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ هٰهُنَا قَوْماً يَشْتَمُونَ يَلْعَنُونَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : عَلٰى أُولَئِكَ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ لَعْنَةُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ - হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আবু সাঈদ! একদল লোক রয়েছে যারা হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালিগালাজ করে ও অভিশাপ দেয়, তখন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন – যারা এরূপ আচরণ করে তাদের উপর আল্লাহ্‌র লানাত (অভিশাপ) পতিত হয়। (তারিখে দামাস্ক ৫৯ খণ্ড, ২১১ পৃঃ, কেতাবুশ শরীয়া ৫ম খণ্ড ২৪৬৭ পৃঃ)

২) ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন – হযরত আব্দুল্লা বিন মোবারক মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যদি হযরত আমীরে মোয়াবিয়া সম্পর্কে কটুকথা বলে বা বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে অবশ্যই সাহাবীর শানে বেয়াদবী করা হবে। আর সাহাবাদের সম্পর্কে কটুক্তিকারীরা অবশ্যই জাহান্নামী। (তারিখে দামাস্ক ৫৯ খণ্ড, ২১১ পৃঃ)

৩) কাজী আইয়াদ 'শেফা' শরীফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন –

+919093399730

فَـالَ مَـالِكٌ رَحِـمَهُ اللّٰهُ مَنْ شَتَمَ أَحَداً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِـى أَبَابَكْرٍأو عُمَرَ أو عُثْمَانَ أو عَلّٰى أو مُعَاوِيَةَ أو عَمْرِ بنِ العَاصُ فبان قال : كَانُوا عَلَى ضَلاَلٍ و كُفْرٍ

অর্থঃ - হযরত মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছেন – যটি কেউ কোন সাহাবীয়ে রাসুল যেমন হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত মোয়াবিয়া ও হযরত ওমর বিন আস প্রমুখদের প্রতি খারাপ মন্তব্য করে, তাহলে অবশ্যই সে পথভ্রষ্ট ও কাফের। (আশ-শেফা ২য় খণ্ড ৪৯৩ পৃঃ)

৪) 'খেলাল আস-সুন্নাহ'তে বর্ণিত হয়েছে, "আবি আব্দুল্লাকে জিজ্ঞাসা করা হল ওই সকল লোকেদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী? যারা বলে, আমরা মোয়াবিয়াকে কাতিবে ওহী ও মোমিনের মামা বলে মানি না। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন –

هَذَا قَوْلُ سُوْءٌ رَدِئٌ يُجَانِبُونَ هَوُلاَءِ الْقَوْمُ وَ لاَ يُجَالِسُونَ

অর্থঃ এরূপ মন্তব্য করা অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী ও জঘণ্য। এরূপ মন্তব্যকারীদের বিতাড়িত করা ও বয়কট আবশ্যিক কর্তব্য। (খেলাল আস সুন্নাহ ২য় খণ্ড ৪০৪ ও ৬৫৯ পৃঃ)

৫) ইমাম নেসাপুরী মন্তব্য করেছেন – যারা হযরত আমীরে মোয়াবিয়া

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে কটু মন্তব্য করে তাদের সঙ্গে নামায পড়া ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হারাম। (মাসাইলে ইবনে হানি নেসাপুরী ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ)

৬) সালাফীদের ঈমাম ইবনে তইমিয়া মন্তব্য করেছেন – "যারা সাহাবীদের মধ্যে কোন একজন যেমন মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান, ওমর বিন আস প্রমুখকে গালি দিল তা হলে অবশ্যই সে শাস্তির যোগ্য –

فَانَّهُ يَسْتَحِقُّ لِلْعَقُوْبَةِ الْبَلِيْغَةِ بِاتِّفَاقِ اَئِمَّةِ الدِّيْنِ

অর্থাৎ ঃ সকল ওলামাদের মতে সে চরম শাস্তির যোগ্য। (মজমাউল ফাতওয়া ৩৫ খণ্ড ৫৮ পৃঃ)

৭) 'আস সুন্নাহ' নামক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে – কোন একজন হযরত আব্দুল্লা রহমাতুল্লাহ আলায় কে জিজ্ঞাসা করলেন – হে আব্দুল্লা! আমার এক মামা আছে যে, হযরতে আমীরে মোয়াবিয়ার শানে কটু কথা বলে, তার সহিত মেলামেশা কি শরীয়ত সম্মত? তিনি উত্তর দিলেন তার সহিত মেলামেশা করা এমন কি একত্রিতভাবে খাওয়া-দাওয়া করা হারাম। (আস-সুন্নাহ ২য় খণ্ড ৪৪৮ পৃঃ)

ফাতওয়া নং ২ – শহীদে আযাম হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদত হওয়াকে কেন্দ্র করে অনেকে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দোষারোপ করে। এটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

উত্তর ঃ - নবী ও রাসুল আলাইহিস সালামদের যেমন কোন বিষয়ে

দোষারোপ করা হারাম বা অবৈধ, তদ্রুপ কোন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও কোন বিষয়ে দোষারোপ করা হারাম বা অবৈধ।

আর আল্লাহ্ পাক কালামপাকে ইরশাদ করেন –

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (সুরা আনয়াম / ১৬৪)

অর্থঃ - "একজনের পাপের বোঝা অপরজন বহন করবে না।"

উক্ত আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে যে, সন্তানের অপরাধের জন্য পিতাকে এবং পিতার অপরাধের জন্য সন্তানকে দায়ী করা বৈধ নয়। যেমন, কাবিলের অপরাধের জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালামকে, কেনানের অপরাধের জন্য হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে দায়ী করা বৈধ নয়। ঠিক তেমনই, ইয়াযীদের অপরাধের জন্য হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে দায়ী করাও বৈধ নয়। বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয, হারাম ও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন – لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ

(সুরা ফাতাহ / ২৯)

অর্থঃ - কাফিররাই তাঁদের (সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে।

মিশকাত শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে –

مَنْ غَاظَهُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ فَهُوَ كَافِر

অর্থঃ - যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর

সাহাবা-ই-কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে কাফের। (মিশকাত শরীফ, ফতহুল বারী, ওমদাতুল ক্বারী, এরশাদুস সারি, আশআতুল লাময়াত প্রভৃতি)

ফাতওয়া নং ৩ ঃ – অনেকে ইয়াযিদকে দোষারোপ করতে গিয়ে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ আরো অনেক সাহাবা-ই-কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে দোষারোপ করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহা কী ধরণের অপরাধ?

ফাতওয়া নং ৪ ঃ – অনেকে হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আরো অন্যান্য সাহাবীদের সম্পর্কে কটু কথা বলে। শরীয়তে তাদের জন্য হুকুম কী?

উত্তর ঃ - (৩) ও (৪) সমস্ত প্রকার ফাতওয়া ও আক্বাইদের কেতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা মোতাবেক হযরত সাহাবা-য়ে-কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের কোন বিষয়ে দোষারোপ করা অথবা তাদের সমালোচনা করে কটু কথা বলা সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে যে,

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضاً مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَ مَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ ... الخ

অর্থ ঃ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার সাহাবায়ে-কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণ সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আমার ওফাত মোবারকের পর তাঁদেরকে তোমরা তিরস্কারের লক্ষ্যস্থল কর না। যে ব্যক্তি তাঁদেরকে মুহাব্বাত করলো, সে আমার প্রতি মুহাব্বত করার কারণেই করলো। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তা করলো। আর যে ব্যক্তি তাঁদেরকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল, মূলতঃ আল্লাহ্ পাককেই কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহ পাককে কষ্ট দেবে, আল্লাহ্ পাক তাকে অতি শীঘ্রই পাকড়াও করবেন।" (তিরমীযি শরীফ ২য় খণ্ড ২২৫ পৃঃ, মুসনাদ হাদিস ১৬৩৬২, ইবনে আসিম ফি সুন্নাহ ৯৯২ পৃঃ, তাহযীবুল কামাল; বায়হাক্বী ১৪২২ নং, শেফা, তোহফাতুল আহওয়াযী, মাআরেফুল যুনান ইত্যাদি)

আর এ প্রসঙ্গে কোরন শরীফে এরশাদ হয়েছে যে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا

অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (সুরা আহযাব / ৫৭)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

উপরোক্ত হাদিস শরীফ ও আয়াত শরীফ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মোয়াবিয়া ও অন্যান্য সাহাবা-ই-কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, তিরস্কার করা, তাঁদের কোন প্রকার সমালোচনা করা, তাঁদেরকে নাকেস বা অপূর্ণ বলা, তাঁদেরকে ক্ষমতালোভী, অর্থলোভী ইত্যাদি অশালীন ভাষায় গালি দেওয়া হারাম ও নাজায়েজ। সাথে সাথে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুল হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামসহ সকল মাখলুকাতের পক্ষ থেকে লা'নত বর্ষণের কারণ। যা জাহান্নামী হওয়ার কারণও বটে, এছাড়া যারা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাঁকে নাকেস বলে গালি দেয়, তাদের জন্য ইমাম শিহাবুদ্দিন খাফ্ফাযী রহমাতুল্লাহ আলায়হির মন্তব্য অধিক প্রযোজ্য। তিনি বলেন –

مَنْ يَكُوْنُ يَطْعَنُ فِى مُعَاوِيَةَ فَذَالِكَ كَلْبٌ مِنْ كِلَابِ الحَاوِيَة

(Who ever reviles Mu'awiya is a dog from the dogs of hell)

অর্থ ঃ - যে ব্যক্তি হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে গালি দেয়, নাকেস বলে, সমালোচনা করে, সে হাবিয়া দোজখের কুকুর সমূহের মধ্য হতে একটি কুকুর। (নাসিমুর রিয়াজ, আহকামে শরীয়ত ১০৩ পৃঃ)

পরিশেষে সকল প্রকার আলোচনার দ্বারা সংক্ষেপে বলা যায় যে, হযরত আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইয়্যেদুল মুরসালীন হুযুর পাক

সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে একজন বিশেষ শ্রেণির সাহাবী যাকে 'উলুল আযাম' বা মহা সম্মানিত সাহাবী বলা হয়। তিনি ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন, খলিফাতুল মুসলিমীন, কাতিবীনে ওহীর সদস্য, হাদিস শরীফের রাবী বা বর্ণনাকারী, ফক্বীহ ইত্যাদি মর্যাদার অধিকারী। তাঁর দ্বারা লোকেদের হেদায়াত লাভ, কেতাব শিক্ষাদান এবং জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়সে সাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করেছেন। সুতরাং হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে খুব সতর্কভাবে কথা বলতে হবে। মূলতঃ সকলের প্রতিই সুধারণা পোষণ করা, মোহব্বাত করা এবং অনুসরণ করা হল ঈমানের অঙ্গ। কেননা তাঁরা হলেন দ্বীনের ঈমান এবং হাবিবে খোদা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন। এই জন্য তাঁরা যেভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আমলে যেভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন, ঠিক সেইভাবেই ঈমানের স্বীকৃতি দেওয়া এবং আমল নিয়োজিত হওয়া পরবর্তী উম্মতের দায়িত্ব-কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা গোষণা করেন "اٰمِنُوا كَمَا اٰمَنَ النَّاس" অর্থ ঃ "তোমরা ঈমান আন যেভাবে অন্যান্য লোক অর্থাৎ সাহাবা সকল ঈমান এনেছেন।" (বাক্বারা)

আল্লাহ পাক আমাদের সককে আমীরুল মুমিনীন হযরত মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সকল সাহাবা-ই-কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণের প্রতি সুধারণা পোষণ করার ও তাঁদের মোহাব্বত ও অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন - বেজাহে সাইয়্যেদুল মুরসালীন)

প্রশংসামূলক কবিতা

আ ঃ আমীরে মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এক বিশিষ্ট সাহাবী,
মী ঃ মীরাদের মীর, কাতিবে ওহী বলেছেন বোখারী, মুসলিম ও তাহাবী।।
র ঃ রচিত হয়েছে সকল হাদিসে তাঁর ফজীলত ও প্রশংসা গীতি,
মোঃ মোক্ষম করেছেন তাদের, যারা ভুলেছে প্রিয় নবীর নীতি।।
আঃ আক্রমণ করেছে যারা এই সুমহান সাহাবী পবিত্র চরিত্রে,
বি ঃ বিদ্বেষ ও লানাত উপরে তাদের যা ঘোষিত কোরানের পত্রে।
আ ঃ আল্লাহ চালনা করো মোদের এই মহান সাহাবীর ছায়াছত্রে।।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site
+919093399730

আহলে বায়েতগনের প্রতি মোহাব্বাত ঈমানের অংশ

আহলে বায়েতগন দের প্রতি মোহাব্বাত বা ভালবাসা স্থাপন ইমানের এক অপরিহার্য অংশ। এই আওলাদে রসুল তথা আহলে বায়েতদের ফযীলত প্রসংগে কোরান পাকে ঘোসিত হয়েছে

"قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى"

অর্থঃ- হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। আপনি বলুন, আমি সেটার জন্য (রেসালতের প্রচার ও উপদেশ দান) তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু নিকটাত্বীয়তার ভালবাসা। (কানযুল ঈমান-আলা হযরত ঈমাম আহমদ রেযা রাদিয়াল্লাহু আনহু)

বোখারী শরীফের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যোবাইর থেকে বর্নিত "আত্বীয়গন" দ্বারা হযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর বংশধরদের বোঝান হয়েছে। (বোখারী শরীফ)

কানযুল ঈমানের ব্যখ্যা খাযায়েনুল ইরফান-এর মধ্যে উক্ত আয়াতে "নিকটাত্বীয়ের" ব্যখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে তাঁরা হলেন হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান, হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহুম আলায়হিম আজমাঈনসহ হযরত জাফর ও হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাদের বংশধরদের বোঝান হয়েছে।

আওলাদে রসুল বা আহলে বায়েত গনের ফযীলত হাদিসের আলোকে :-

১.হুযুর পাক সাল্লাল্লহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করেছেন

انى تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلو اكتب الله و عترتى اهل بيتى

অর্থঃ- "নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা

+919093399730

তা আঁকড়ে ধর তবে পথভ্রষ্ট হবে না। প্রথমতঃ আল্লাহর কেতাব, দইতীয়তঃ- আমার বংশধর" (তিরমিযী শরীফ, মিশকাত শরীফ / ৫৬৯)

২. অপর এক হাদিসে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঈরশাদ করেছেন - "তারকারাজী আসমানের নিরপত্তাদান কারী আর আমার বংশধর বা আওলাদগন যমীনের নিরাপওা দান কারী..) (আহ মদ, মিরকাত, হাশিয়া মিশকাত/৫৭৩)

৩.হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অপর এক হাদিসে ঈরশাদ করেন

احبو االله تعالى لما يغدوكم من نعمة و احبونى لحب الله و احبو ا هل بيتى لحبى

অর্থঃ- মহান আল্লাহ পাক তোমাদের যে নেয়ামত দান করেছেন তার জন্য আল্লাহ পাককে ভাল বাস, আর আমাকে ভালোবাস আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আর আমার আহলে বায়েত গন কে মোহব্বাত করো আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

উপরের হাদিস সমুহ দ্বারা প্রমানিত যে, হুযুর পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে আহলে বায়েতের প্রতি মোহাব্বাত অপরিহার্য। আর যুগে যুগে সকল আওলিয়াও ওলামাগন আহলে বায়েত দের প্রতি দের প্রতি মোহাব্বাত করে এসেছেন।

আহলে বায়েত দের প্রতি আলা হযরত ঈমাম আহমদ রেযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রেমঃ-

আল্লাহ রব্বুল আলামিন আলা হযরত কে এমন মর্যাদা দান করেছিলেন যে, কোন আলে রসুল যদি কয়েক মাইল দুল দিয়ে পেরিয়ে যেতেন আলা হযরত তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। (সাওয়ানেহ আলা হযরত), আলা হযরত), আলা হযরত কোন আলে রসুলের দ্বারা কোন প্রকার খিদমত নেননি, এমন কি একজন গরীব মজদুর আলে রসুল কে ঘাড়ে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ

প্রকাশ করেছিলেন। আলা হযরতের ন্যায় আহলেবায়েত দের প্রতি প্রশংসা গীতি উর্দু ভাসায় আর কেউই লিখতে পারে নি। আলাহযরত শানে অহলে বায়েত দের প্রশংসা গীতির একটি ছন্দ হল- "তেরী নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নুর কা, তু হে আইনে নুর তেরা সাব ঘড়ানা নুরকা"।

অর্থঃ- বংশ তোমার নুরের আলো, সব শিশুই নুর,

নুরের সৃষ্টি তুমি তাই, আহলে বায়েত সব নুর।

পরিশেষে বলতে হয় "হুযুর পাকের প্রতি ভালবাসা ও আহলে বায়েতের প্রতি ভালবাসা দ্বীনের ফরয (নামায, রোযা ইত্যাদি) অপেক্ষা শ্রয়" (জুমাল, খাযিন, শারহে কানযুল ঈমান)।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site
+919093399730

+919093399730

সহযোগী গ্রন্থ ও দলীল সমূহ

১। কোরান শরীফ
২। বোখারী শরীফ
৩। মুসলিম শরীফ
৪। আবু দাউদ শরীফ
৫। তিরমিযী শরীফ
৬। তাবরানী শরীফ
৭। মিশকাত শরীফ
৮। ফতহুল বারী
৯। ওমদাতুল ক্বারী
১০। বায়হাকী
১১। মুসনাদে আহমদ
১২। মুসনাদে ইবনে রাজ্জাক
১৩। আশয়াতুল লাময়াত
১৪। মাজমাউয যাওয়ায়িদ
১৫। ইবনে আসীস ফি সুন্নাহ
১৬। তোহফাতুল আহওয়াযী
১৭। বেদায়া
১৮। নাসীমুর রেয়ায
১৯। শেফা
২০। কানযুল ঈমান
২১। শারহে মুসলিম ইমাম নবাবী
২২। মা'দুল মা আদ
২৩। মেলালুস সুন্নাহ
২৪। তফসিরে ইবনে কাসীর
২৫। আশ-শরীয়া
২৬। মোকাদ্দমা ইবনে খালদুন
২৭। ইবনে আবি শাইবা
২৮। ইবনে শাদ
২৯। হালিয়া
৩০। তারিখ লিল খাতিব
৩১। কাশফুল যাফা
৩২। এলাল
৩৩। আল বেদায়া ও নেহায়া
৩৪। দোয়ায়ে আক্বলি
৩৫। ওসদুল গাবা
৩৬। ইবনে শাইবা
৩৭। মুসনাদে সামিঈন
৩৮। আল আহাদু ওয়াল সামানি
৩৯। আত তারিখুল কাবীর
৪০। আল-ইসাবাহ
৪১। তারিখে বাগদাদ
৪২। আল-ইসতেয়াব
৪৩। আহকামে শরীয়ত
৪৪। মাজমাউস ফাতওয়া
৪৫। মাআরেফুল সুনান
৪৬। তাহযীবুল কামাল

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

"খাতিমুল মোহাক্কিকিন"

ইমাম আহমাদ রেজা (রাদিয়াল্লাহ আনহু)

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় ভারত তথা এশিয়ার মহাজ্ঞানী আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রকৃত পরিচয় কে আস্তরনের স্তরীভূত করেছে, একদল নামধারী মুসলমান।

এই মহামানব তথা চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মোজাদ্দিদ (ইসলাম সংস্কারক) সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেয়ে নিজেদের ঈমান কে দৃঢ় করতে আজই পাঠ করুন ☞

"খাতিমুল মোহাক্কিকিন"

ইমাম আহমাদ রেজা (রাদিয়াল্লাহ আনহু)

লেখক : আল্লামা মুফতী মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

"জানে ঈমান"

ঈমানের সঠিক ধারনা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী র্বতমান, কারও মতে শুধু নামায, রোযা, হজ ও যাকাতই হল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সঠিক কি তাই? কোরানের ঘোসনা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায় হে ওয়া সাল্লামই হলেন এক মাত্র ঈমান। এ সকল তথ্য জানার জন্য অবশ্যই পাঠ করুন ☞

"জানে ঈমান"

লেখক : আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা হাসমাতী সাহেব

অনুবাদক : আল্লামা মুফতী মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী

+919093399730

রেজবী অ্যাকাডেমী প্রকাশিত ও K.C.K প্রকাশনী পরিবেশিত অন্যান্য পুস্তক সমূহ

১। খাতিমুল মোহাক্কীকিন
২। হজরত অমীরে মোয়াবিয়া
৩। জানে ঈমান
৪। তামহীদে ঈমান
৫। ঈদ মিলাদুন্নাবী
৬। সাওতুল হক্ক
৭। মুখোশের অন্তরালে তবলীগী জামায়াত
৮। ইলমে গায়েব প্রসঙ্গ
৯। সিহা সিত্তা ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত
১০। ইসলামী বুনিয়াদ পরিচিতী
১১। মাতা পিতার হক্ক
১২। সাহাবাএ কেরাম ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত
১৩। তাযীমী সেজদাহ
১৪। আল্লাহর রহমত আউলিয়ায়ে কেরাম গনের ওসিলা
১৫। নূরী তোহফা বা নামাজে মুস্তাফা
১৬। হুসামুল হারামাঈন
১৭। যলযলা
১৮। ইলমুল কুরআন
১৯। শামে শবিসতানে রেজা
২০। আদ্দৌলাতুল মাক্কিয়া
২১। নিদানকালের আশির্বাদ
২২। অভিশপ্ত মাযহাব বা ওয়াহাবী ফেৎনা

+919093369730

পরিবেশনায়ঃ
K.C.K প্রকাশনী
স্টার মার্কেট (৫তালা মসজিদের সামনে), কালিয়াচক, মালদা
Mob. : 9733288906, 8759160530

Rs. 40

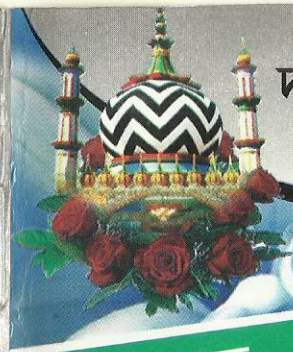

দলিলে ভরা কুরআন ও হাদিসে নাবুবী

হাজরাত আমীর মোয়াবিয়া সাহাবী

লেখক
আল্লামা মুফতী
মোঃ নূরুল আরেফিন
রেজবী আজহারী

প্রকাশনায়ঃ
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
Mob : 9734373658, 9143078543